যায়যায়দিন

তারিখ ... 15 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩

এমপিওর টাকা ফেরত যাচ্ছে!

এম মামুন হোসেন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি (বেতন বাবদ মাসিক অর্থ প্রদান) তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের সিদ্ধান্তে চলতি অর্থবছরের মধ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। সময়মতো অর্থ খরচ করতে না পারলে তা ফেরত যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এতে চলতি অর্থবছরের বরাদ্দের সঙ্গে নতুন বছরের বরাদ্দ মিলিয়ে বেশি সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে বলে জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশ্বস্ত সূত্র। মন্ত্রী, এমপিদের চাপে এমপিওর সংখ্যা বাড়াতে এ পদ্ধতির দিকেই এগোচ্ছে মন্ত্রণালয়।

বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেটে অর্ধযুগ ধরে বন্ধ থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওর জন্য ১১২ কোটি ৩৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর ওপর ভিত্তি করে ৬ মে ভোরে ১ হাজার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। তালিকা প্রকাশের পরপরই ব্যাপক সমালোচনার জন্ম নেয়। শিক্ষকরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রীদের তোপের মুখে পড়েন। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা উপদেষ্টা ড. প্রফেসর আলাউদ্দিন আহমেদকে এমপিওর তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের টাকা : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

টাকা : এমপিও

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্ব দেন। আগামী ২ জুন নতুন অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে। এসব প্রক্রিয়ার প্যাঁচাকলে চলতি অর্থবছরের মধ্যে এমপিও খাতের বরাদ্দকৃত টাকা সময়মতো খরচ করা নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টার কাজের মধ্যে সমন্বয়হীনতায় সংশোধিত এমপিওর তালিকা এ মাসে প্রকাশের সম্ভাবনা কম।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টার অফিস এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থগিতকৃত তালিকার যে মূল্যায়ন চলছে আলাদাভাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থগিতকৃত তালিকার যে মূল্যায়ন চলছে তা বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। অন্যদিকে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. আলাউদ্দিনের কাছে এমপিওর তালিকার ব্যাপারে মন্ত্রী-এমপিদের অভিযোগের পাহাড় জমছে। এমপিদের অভিযোগ এবং স্থগিতকৃত তালিকার মূল্যায়নের প্রাথমিক রিপোর্ট উপদেষ্টার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করার প্রস্তুতি চলছে। জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ বা অগ্রাধিকার তালিকায় নতুন আরো শতাধিক প্রতিষ্ঠানসহ কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া যায়, সে সুপারিশ দিতে এ মাস লাগবে।

জানা গেছে, অর্থবছরের বরাদ্দ ধরে রাখতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (ব্যাক ডেটে) পেছনের তারিখে সংশোধিত তালিকা প্রকাশের চিন্তাভাবনা করছে। সংশোধিত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য রীতিমতো ছুটছেন সংসদ সদস্য ছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সাধারণ শিক্ষকরা। এমনকি এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য মন্ত্রীরা পর্যন্ত স্বস্তিতে নেই। গত কয়েক দিনে তদবির প্রার্থীদের ভিড় বেড়েছে মন্ত্রী-এমপিদের অফিস ও বাসাবাড়িতে।

জানা গেছে, মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ওপর মন্ত্রীর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়েছেন। যে বরাদ্দে প্রকাশিত তালিকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ আছে, এসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার আগে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তরা কোনো খোঁজখবর করেননি। এমনকি তালিকাভুক্ত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীকে অন্ধকারে রাখা হয়। এমপিওভুক্তির তালিকায় দেখা গেছে, কুড়িগ্রামে পাঁচ বছর ধরে বন্ধ রয়েছে, এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হয়েছে। এমপিওভুক্তিতে নীতিমালার ২৩ ও ২৪ নম্বর ধারা অমান্য করা হয়েছে। ২৩ নাম্বার ধারায় শিক্ষায় অনগ্রসর, চর-পাহাড়ি ইত্যাদি অঞ্চলকে অগ্রাধিকারের কথা বলা হলেও ভোলা-৪ আসনের বেশিরভাগ এলাকা বঙ্গোপসাগরের মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্ত হয়নি। অথচ এ ধারার দোহাই দিয়ে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের ১৩৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে। ২৪ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে, শর্তাবলী পূরণ সত্ত্বেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সব প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া সম্ভব না হলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির সুপারিশকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রেও তা করা হয়নি। এগুলো শিক্ষামন্ত্রীর অগোচরে মন্ত্রণালয়ের আমলারা করেছেন বলে জানা গেছে।

চলতি অর্থবছরের মধ্যে এমপিওর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত যাওয়া প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ যায়যায়দিনকে বলেন, বাজেটের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রক্রিয়াগুলো দ্রুত শেষ করা হবে।

তিনি জানান, বরাদ্দকৃত অর্থ সময়মতো খরচ করা সম্ভব হবে। তবে এসব জটিলতায় বাজেটের আগে অর্থ খরচ করার মত পর্যন্ত সময় মন্ত্রণালয়ের আছে কি না- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, বরাদ্দকৃত টাকা খরচে জটিলতা নিরসনে দ্রুত কাজ চলছে।